বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস (গরম বাড়তে পারে)
বালুরঘাট : সর্বনিম্ন ২৭.২° সর্বোচ্চ ৩২.৫°
মালদা : সর্বনিম্ন ২৮.১°, সর্বোচ্চ ৩৭.২°
রায়গঞ্জ : সর্বনিম্ন ২৫.৩°, সর্বোচ্চ ৩৫.১°

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ জুন ২০১৮ তেরো

জিয়াগঞ্জ কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি
AICTE Approved (Govt. of India) Affiliated WBSCTE (Govt. of W.B)
মাত্র ২০০০/- টাকা
মাসিক খরচে পলিটেকনিক (ডিপ্লোমা)
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুবর্ণ সুযোগ।
সিভিল ● ইলেকট্রিক্যাল ● মেকানিক্যাল ● অটোমোবাইল
● ইলেকট্রনিক্স - টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারিং
যোগ্যতা - মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৩৫% নম্বর
College Campus : Hatibagan, Jiaganj, Murshidabad
9434541062 / 8900383929 / 9475260691

বিশ্বকাপ উন্মাদনায় ফুটছে বালুরঘাট শহর

জায়ান্ট স্ক্রিনে মহারণ দেখবে পড়ুয়ারা

সুজয় সরকার ● বালুরঘাট

১৩ জুন : 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল'। একটা সময় ছিল, যখন বাঙালি আর ফুটবল ছিল সমার্থক। তবে দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে বদল এসেছে বাঙালির পছন্দেও। মাঠে-ঘাটে কাদা মেখে ফুটবল তাই বেশ কিছুটা হলেও দূরে সরে গিয়েছে। সেই জায়গায় জাঁকিয়ে বসেছে ক্রিকেট। এই অবস্থায় জেলার ফুটবল উন্মাদনা বাড়াতে ও ফুটবলের প্রসারে এবার বিশ্বকাপ ফুটবলকেই হাতিয়ার করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা। তাদের অভিনব উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে জেলারই বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাব।

বৃহস্পতিবার ১৪ জুন থেকে রাশিয়ায় শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল। শেষ, পর্যন্ত কোন দেশ বিশ্বকাপ জিতবে, বিশ্ব জুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের নজর এখন শুধুই সেই দিকে। বিশ্বকাপ উন্মাদনার ঢেউ এসে লেগেছে এ শহরেও। শুধু বড়োরাই নয়, ছোটোদের বিশেষ করে স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যেও এনিয়ে চলছে জোর আলোচনা। পছন্দের ফুটবলার হিসাবে উঠছে মেসি, নেইমার, রোনাল্ডোর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একাধিক তারকা ফুটবলারের নাম। বিশ্বকাপে ভারত খেলছে না। এ নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে আপশোশ থাকলেও বিশ্বকাপের ফুটবল উন্মাদনায় বড়োদের পাশাপাশি পিছিয়ে নেই ছোটোরাও।

বিশ্বকাপের ফুটবল উন্মাদনা যে বরাবরই অন্যরকম, সে কথা স্বীকার করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরাও। সেই উন্মাদনাকে সামনে রেখেই ফুটবলের প্রসারে 'বিনোদনের সাথে শিক্ষা' এই ভাবনায় ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এ ব্যাপারে জেলার বিভিন্ন ক্লাব ও স্কুল ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ক্রীড়া সংস্থা। কীভাবে ফুটবল বিনোদন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হবে? এনিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব গৌতম গোস্বামী বলেন, ফিফা চাইছে ফুটবলকে একেবারে শিকড় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে। সেই ভাবনা থেকেই ফুটবলে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলকে অন্যরকম মাত্রা দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ থেকে স্টেডিয়াম মাঠে জায়ান্ট স্ক্রিনে ফুটবল দেখানো হবে। সেখানে ক্লাব ও স্কুল-কলেজপড়ুয়া, সবার একসঙ্গে খেলা দেখার আমন্ত্রণ থাকবে। খেলার পাশাপাশি 'টক শো', কুইজে অংশ নিতে পারবে প্রত্যেকেই। সঠিক উত্তর দিতে পারলে থাকবে পুরস্কার। ফুটবলের প্রসারে ফুটবলকে বিনোদনের সঙ্গে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে তুলে ধরার লক্ষ্যেই ক্রীড়া সংস্থা এধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এদিকে, বিশ্বকাপ ঘিরে জেলা জুড়ে উন্মাদনাও লক্ষ করা যাচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে স্মার্ট টিভি। এরকম এক ক্রেতা জানালেন, বাড়িতে টিভি আছে। তবে সন্ধের পর থেকে প্রায় রাত ৯টা পর্যন্ত টিভির পর্দায় বাড়ির লোকেরা সেখানে বাংলা সিরিয়াল দেখেন। খেলা দেখতে গিয়ে যাতে কোনোরকম বিঘ্ন না আসে সেই কারণে নতুন আরেকটি টিভি কিনেছেন তিনি। এবারে বিশ্বকাপের ভারতীয় সময়সূচি নিয়েও ফুটবলপ্রেমীরা যথেষ্ট খুশি।

বিশ্বকাপ জ্বর মালদা শহরেও। দোকানে ঝুলছে ব্রাজিল- আর্জেন্টিনার জাতীয় পতাকা। ছবিটি তুলেছেন পার্থ দাস।

কলেজে কলেজে ভরতির তোড়জোড় বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ১৩ জুন : উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার কলেজে ভরতির ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বালুরঘাটের কলেজগুলিতে ভরতির বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা খোঁজখবর নিতে শুরু করে দিয়েছে। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, বালুরঘাটের দুটি কলেজে ১৩ জুন থেকে ভরতির আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে ২৬ জুন পর্যন্ত। দুটি কলেজেই অনলাইনে ভরতির আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা কলেজের নিজস্ব সাইট থেকে হেল্পলাইনে ফোন করে ভরতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানতে পারবে। ভরতির আবেদন শেষে মেধার ভিত্তিতে তালিকা প্রকাশিত হবে। ৩ জুলাই থেকে ই-কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পেলে তৎক্ষণাৎ এসএমএস বা ই-মেইলে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এপ্রসঙ্গে বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ কুণ্ডু বলেন, ভরতির আবেদনপত্রে ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল নম্বর বা ই-মেইল ব্যবহার যাতে সঠিক হয়, সেব্যাপারে নজর রাখতে হবে। বালুরঘাট কলেজে অনার্সের মোট ১৬টি বিষয় এবং পাসকোর্সের ২০টি বিষয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীরা ভরতির আবেদন করতে পারবে। অন্যদিকে, বালুরঘাট গার্লস কলেজে ১২টি অনার্সের বিষয়ে ও ১৪টি পাসকোর্সের বিষয়ে ভরতির জন্য আবেদন করা যাবে। বালুরঘাট গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ বিমান চক্রবর্তী বলেন, কলেজের ভরতি প্রক্রিয়া এবারও অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। সেক্ষেত্রে ভরতি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য কলেজের ওয়েবসাইট থেকে হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারবে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, বরাবরই ল্যাববেস বিষয়গুলিতে ভরতির চাহিদা বেশি থাকে। সীমিত সংখ্যক আসন থাকায় বিজ্ঞান ও ভূগোলের মতো বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বরাবরই প্রতিযোগিতা লক্ষ করা গেছে। এবারও এই বিষয়গুলিতে ভরতির ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।

জঞ্জাল সমস্যা মেটাতে মউ স্বাক্ষর পুরসভার

মালদা, ১৩ জুন : জঞ্জাল সমস্যা সমাধানে আরও এক ধাপ এগোলো ইংরেজবাজার পুরসভা। বুধবার বিকেলে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে একটি এজেন্সির সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল পুর কর্তৃপক্ষ। কলকাতার একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পুরসভার। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান নীহাররঞ্জন ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান বাবলা সরকার, কাউন্সিলার শুভময় বসু, পরিতোষ চৌধুরি, প্রসেনজিৎ ঘোষ, সংস্থার পক্ষে তপতনয় পাল ও পুরসভার আধিকারিকেরা। মউ স্বাক্ষর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভাইস চেয়ারম্যান বাবলা সরকার বলেন, ইংরেজবাজার পুরসভার আজকের দিনটি ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, মালদা শহরের জঞ্জাল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে চলেছে। ইংরেজবাজার পুরসভার বহু বোর্ডের সাক্ষী আমি নিজেই। এই সমস্যা নিরসনে সব বোর্ডের আমলেই চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি। পুরসভার নতুন বোর্ড এই সমস্যা মেটাতে চলেছে। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে একটি এজেন্সির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। প্রথমে মুম্বইয়ের এক সংস্থার সঙ্গে আমাদের কথা অনেক দূর এগিয়ে ছিল। কিন্তু সেই সংস্থা আমাদের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। পরে কলকাতার একটি এজেন্সি আমাদের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। ইংরেজবাজার পুরসভার সমস্ত ডিমান্ড তারা মেনে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যা হয়েছে, পুরসভা শহরের সমস্ত জঞ্জাল সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে রেগুলেটেড মার্কেটে জমা করবে। ওই সংস্থা রেগুলেটেড মার্কেট থেকে জঞ্জাল তুলে নিয়ে যাবে স্থায়ী ভাগাড় মহদিপুরে। সেখানে অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা রিসাইকেল করা হবে। তৈরি হবে জৈব সার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ, যা মানুষের কাজে আসবে। এই প্রক্রিয়া আগামী দুই মাসের মধ্যেই চালু হবে। প্রথম এক বছর পরীক্ষামূলকভাবে করা হবে। সফল হলে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হবে। ওই সংস্থার সঙ্গে আরও কথা হয়েছে, এই প্রক্রিয়া সফল হলে এজেন্সি পরের বছর থেকেই জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য পুরসভার খরচের অর্ধেক টাকা বহন করবে। ফলে পুরসভার ব্যয় অনেক কমে যাবে।

সংস্থার পক্ষে তপতনয় পাল সংবাদমাধ্যমকে জানান, সংস্থা দেশের বহু পুরসভার সঙ্গে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করে চলেছে। ইংরেজবাজার পুরসভার সঙ্গে আমাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আমাদের মেশিনারি আগামী এক মাসের মধ্যে চলে আসবে। এই মেশিনারিগুলো আনানো হচ্ছে আমেরিকা থেকে। সেখানকার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সঙ্গে আমাদের সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। প্রথমে পুরসভার জঞ্জাল সংগ্রহ করে ভাগাড়ে নিয়ে গিয়ে পদার্থ অনুসারে পৃথক পৃথক করা হবে। সেগুলি প্রযুক্তি দিয়ে জৈবসার সহ একাধিক প্রয়োজনীয় উপাদান তৈরি করা হবে।

পুরপ্রধান নীহাররঞ্জন ঘোষ বলেন, ইংরেজবাজার পুরসভার দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। নতুন এজেন্সি আমাদের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। পুরসভার সমস্ত দাবি মেনেছে ওই সংস্থা। আগামী দুই মাসের মধ্যে সমস্ত মেশিনারি চলে আসছে। পুরসভার স্থায়ী ভাগাড় মহদিপুরে রিসাইকেলের কাজ শুরু হবে। এই প্রক্রিয়া একবার শুরু হয়ে গেলে শহরের জঞ্জাল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে।

জঞ্জাল নিয়ে চুক্তিপত্র হাতে পুরপ্রধান নীহাররঞ্জন ঘোষ। ছবিটি তুলেছেন অমল রজক।

রায়গঞ্জে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত দুষ্কৃতী

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বন্দর এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, ওই যুবকের নাম মহাদেব বিশ্বাস ওরফে মাটিয়া। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের বন্দর এলাকায়। ওই দুষ্কৃতীর কাছ থেকে অত্যাধুনিক একটি পিস্তল ও ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'মঙ্গলবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ ছয়টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে মহাদেবের কাছ থেকে। তার সঙ্গে আরো কেউ জড়িত আছে কিনা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মহাদেবের বিরুদ্ধে এর আগেও খুন সহ একাধিক মামলা রয়েছে রায়গঞ্জ থানায়। এদিন মহাদেবকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। *—সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

আলোচনায় ধরা দিলেন কবি দিলীপ তলোয়ার

মালদা, ১৩ জুন : কবি বেঁচে থাকেন তাঁর কবিতায়, লেখায়। সদ্য প্রয়াত কবি দিলীপ তলোয়ারের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় উঠে এল এই সুরটি। গত ৭ এপ্রিল প্রয়াত হয়েছেন কবি দিলীপ তলোয়ার। ১০ জুন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের মালদা জেলা কমিটি এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। সন্ধ্যায় মালদা শহরের রামকৃষ্ণপল্লির সবুজ অবুঝ শিশু অঙ্গনে সভা শুরু হয় অন্নপূর্ণা টুডুর সাঁওতালি ভাষায় রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য দিয়ে। সূচনায় স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের মালদা জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক গজেনকুমার বাড়ই। দিলীপ তলোয়ারের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন সাহিত্যিক ও সমালোচক দীপক মণ্ডল, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিকাশ রায়, লেখক শিল্পী সংঘের মালদা জেলা সভাপতি পুষ্পজিৎ রায়, কবি বিনয় বসু, কবি পার্থ বসু, দিলীপের দীর্ঘদিনের সাথি কবি প্রশান্ত গুহ মজুমদার, চন্দনা দাস, কবি ও বাচিক শিল্পী কুন্তল দাস প্রমুখ। আলোচনা সভায় অভিজ্ঞতার কথা শোনান লেখক শিল্পী সংঘের দার্জিলিং জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মাহ-উল-আলম। দীপকবাবু ও বিকাশবাবু কবির কবিতা ধরে ধরে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, লাতিন আমেরিকার কবিতার সঙ্গে দিলীপের কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পুষ্পজিৎ রায় লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে দিলীপ তলোয়ারের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, কবিতার মধ্যে দিয়ে দিলীপকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সংঘের দায়বদ্ধতা। সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি মোহাঃ ইব্রাহিম, নির্মাল্য দাস ও অরুণাভ চ্যাটার্জি। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন মহীলাল মণ্ডল।

মালদা শহরে আলোচনা সভায় বিশিষ্টরা। —সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জে পত্রিকা প্রকাশ

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন : ৮ জুন শুক্রবার রায়গঞ্জ সৎসঙ্গ জুনিয়ার হাইস্কুলে 'রায়গঞ্জ পূর্বাশা প্রগতি মঞ্চে'র উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় তিনদিনব্যাপী রক্তদান উদ্‌বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ শিবির। প্রশিক্ষণদানকারী সংস্থাটি ছিল অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স। প্রায় তিরিশ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দেন। সংস্থার তরফে তিনজন প্রশিক্ষক ছাড়াও উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. একে মুখার্জি, ডা.আরবি ঘোষ এবং রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুর জেলার রক্তদান আন্দোলনে যুক্ত বিভিন্ন এনজিও-র প্রতিনিধিগণ। বিভিন্ন বক্তা তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রক্তদান বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় চিকিৎসকদের লেখায় সমৃদ্ধ, দেবাশিসকুমার দে সম্পাদিত রায়গঞ্জ পূর্বাশা প্রগতি মঞ্চের বার্ষিক স্বাস্থ্যদর্পণ শক্তি ও সৌন্দর্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির আবরণ উন্মোচন করেন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক একে মুখার্জি। যে পাঁচজন চিকিৎসকের লেখায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হলেন ডা. শান্তনু দাস, ডা.নীলাঞ্জন মুখার্জি, ডা.আবির চৌধুরি, ডা.রণজিৎ ঘোষাল এবং ডা.জয়ন্ত ভট্টাচার্য। স্বাস্থ্য পত্রিকাটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখার ওপর আলোকপাত করে পত্রিকাটির ভূমিকা লিখেছেন ডা.শ্যামশ্রী চাকী। বন্যাবিধ্বস্ত উত্তর দিনাজপুর জেলার ওপর একটি প্রতিবেদন লিখেছেন প্রাক্তন জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থা আধিকারিক উৎপল সরকার। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত, জেলার বিশিষ্ট রক্তদান আন্দোলন ব্যক্তিত্ব সুব্রত সরকারের ওপর রয়েছে একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন। রয়েছে স্বেচ্ছা রক্তদান ও প্রাথমিক রক্তবিজ্ঞান বিষয়ে সংস্থার সম্পাদক সজল সরকার কর্তৃক সংগৃহীত উপযোগী কিছু তথ্য। এছাড়াও পত্রিকাটিতে রয়েছে সজল সরকার ও যাদব চৌধুরির চিকিৎসাকেন্দ্রিক সাহিত্য প্রয়াস। পত্রিকাটির এটি চতুর্থ বার্ষিক সংকলন।

নামেই পুরসভা, ন্যূনতম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত রেল কলোনির বাসিন্দারা

পুরাতন মালদা, ১৩ জুন : কোথাও ইট কাদার গাঁথনি, কোথাও বা চাটাই-এর এক টুকরো প্লাস্টিকের ফলক জানান দিচ্ছে এটাও পুর এলাকা। বাকি আর কোথাও পুরসভার ছিটেফোঁটাও নজরে আসবে না। পুরাতন মালদা পুরসভার অধীনে হয়েও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান সারদা রেল কলোনির। পুরসভার ১১ ও ১৯ নং ওয়ার্ড নিয়ে এই রেল কলোনির বিস্তার। ওল্ড মালদা থেকে মালদা কোর্টগামী রেললাইনের ধার বরাবর রেল কলোনির অবস্থান। অন্যধারে মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌলপুর গ্রাম। তবে প্রথম দেখলে রেল কলোনিকেও গ্রাম পঞ্চায়েতেরই কোনো একটা অংশ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, পুরসভার কোনো বৈশিষ্ট্যই নজরে পড়বেনা এখানে। গৌড় মহাবিদ্যালয়ের পেছনে ১১ নং ওয়ার্ডের সারদা কলোনির রাস্তা দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে চাতরা বিলের ঠিক আগে উত্তর দিকে নজরে আসবে বড়ো বড়ো চারখানা ইটভাটা পুরসভার মাঝখানে এই ইটভাটার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ইটভাটাগুলির মাঝখানে দিয়ে প্রায় আধ কিলোমিটার মেঠো রাস্তা পেরিয়ে সারদা রেল কলোনি। পাশাপাশি গা-লাগোয়া ১৯ নং ওয়ার্ডের নতুনপল্লি ও বাচামারির বর্ধিত অংশ। রেল কলোনির মোড়ে পাকুড় গাছ অবধি একটি ঢালাই রাস্তা ৩৪ নং জাতীয় সড়ক পর্যন্ত সম্প্রতি নির্মিত হলেও এখানকার সব রাস্তাই কাঁচা মাটির। ইটভাটার ট্র্যাক্টরের অবাধ যাতায়াতে কাঁচা রাস্তার অবস্থাও বেহাল। কয়েক পশলা বৃষ্টি হলেই সেই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। রেল কলোনির বেশিরভাগ মানুষই দিনমজুর। গাদাগাদি বস্তিতেই বাস করেন শ'তিনেক বাসিন্দা। বিদ্যুৎ, পানীয় জল, সড়ক ও নিকাশির মতো সুবিধেগুলি থেকে বঞ্চিত একানকার মানুষ। বিদ্যুতের খুঁটি লক্ষ্য করা গেলেও সিংহভাগ বাসিন্দাই বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে ব্যর্থ। পুরসভার অন্যান্য ওয়ার্ডগুলিতে পথবাতির ব্যবস্থা থাকলেও এখানে প্রায় সব পথবাতিই অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে বলে জানালেন বাসিন্দারা। তাই সন্ধ্যা নামলেই রাস্তা চলাচল যেমন কঠিন হয়ে পড়ে, তেমনই নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন ওয়ার্ডের মহিলারা। সম্প্রতি এই এলাকায় শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের অভিযোগও উঠেছিল বলে জানান স্থানীয়রা।

রাস্তাঘাট না থাকায় অটো, টোটো বা রিকশা কোনোটাই মেলেনা এখানে। তা নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে বাসিন্দাদের। পেশায় ঠিকাশ্রমিক রুধল সিংহ জানালেন, আমাদের এখানে টোটো, রিকশা কিছুই পাওয়া যায়না। টোটো ধরতে হলে প্রায় ২ কিমি পায়ে হাঁটতে হয়। সবচেয়ে বেশি অসুবিধেয় পড়েন গর্ভবতী মহিলারা ও মুমূর্ষু রোগীরা। নিকটবর্তী মৌলপুর হাসপাতাল প্রায় দেড় কিমি দূরে হলেও, ওই পথ পেরোতেই কালঘাম ছুটে যায় বাসিন্দাদের। কলোনির বাসিন্দা অমলা সিংহ জানালেন, আমার মেয়ে কুসুমা সিংহ ছয় মাসের গর্ভবতী। হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে যেতে চাইলে কোনো যানবাহন পাওয়া যায়না। টোটো বা রিকশা কিছুই ঢোকেনা এখানে। পাড়ার কারোর ঠেলা ভ্যানে করে নিয়ে যেতে হয়। যদি পাড়াতে কারোর প্রসব বেদনা ওঠে। তবে ওই ঠেলা ভ্যানে করেই নিয়ে যেতে হয়। রাস্তার মতোই শোচনীয় হাল পানীয় জলের। এই কলোনিতে এখনও পৌঁছায়নি পুরসভার পানীয় জল পরিসেবা। সারদা কলোনির একপ্রান্তে একটি জলের ট্যাংক থাকলেও, রেল কলোনির বাসিন্দাদের সেই জল নিতে প্রায় আধ কিলোমিটার হাঁটতে হয়। তার ওপর শ'তিনেক বাসিন্দাদের জলের চাহিদা মেটানোর জন্য ও তা পর্যাপ্ত নয়। অমর ঘোষ নামে এক বাসিন্দা জানালেন, এখানকার বেশির ভাগ মানুষই টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করেন। ঘরে ঘরে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। খুব কষ্টে আছে এখানকার মানুষ তবে সমস্যার শেষ এখানেই নয়। এলাকার বিদ্যুৎ পরিসেবার অবস্থাও বেহাল। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধারে যে ট্রান্সফরমার রয়েছে, তা দিয়েই সারদা রেল কলোনির প্রায় দুই হাজার বাসিন্দার বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই লো-ভোলটেজের কারণে লাইট, ফ্যান চলেনা কিছুই। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো রয়েছে লোডশেডিং এর সমস্যা। একবার লোডশেডিং হলে ৭-৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না বলে অভিযোগ করলেন বাসিন্দারা। বাড়ির নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হলেও মঙ্গলবাড়ি বাজার ছাড়া গতি নেই। কোনো মুদি বা স্টেশনারি দোকানও নেই এই এলাকায়। সমস্যা রয়েছে জল জমে যাওয়ারও। চাতরা বিল পাশেই হওয়ায়, বর্ষায় জলমগ্ন হওয়াটা এখানে অস্বাভাবিক নয়।

পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ জানালেন, ওই এলাকায় আগে রাস্তা ছিল না। সম্প্রতি প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে। তবে রেল কলোনি ও ১৯ নং ওয়ার্ডের নতুনপল্লি, বাচামারিতে কিছু সমস্যা আছে, সেগুলি ধীরে ধীরে মেটানো হবে। ওই এলাকায় বেশির ভাগ ইটভাটার অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছেন। অনেকে রেলের জায়গাতেও আছেন। তাই সমস্যা থেকে গেছে।

শহরের বুকে এ যেন গ্রাম। —সংবাদচিত্র

পথভোলা শিশুকে উদ্ধার করল ট্রাফিক পুলিশ

কালিয়াগঞ্জ, ১৩ জুন : খেলার ছলে বাসে চেপে কালিয়াগঞ্জে চলে আসা এক শিশুকে উদ্ধার করে অভিভাবকদের হাতে তুলে দিল ট্রাফিক পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটেছে কালিয়াগঞ্জের সুকান্ত মোড়ে। পথভোলা শিশুর নাম সূর্য হাজরা (৯)। বাবার নাম মুন্না হাজরা। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী থানার শিবপুর গ্রামে। কালিয়াগঞ্জ থানার ট্রাফিক পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতা ট্রেন আসার আগে শহরের সুকান্ত মোড় এলাকায় এই শিশুকে রাস্তায় কান্নাকাটি করতে দেখে ট্রাফিক কর্মীরা। এগিয়ে এসে শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় পথ ভুলে বাসে চেপে অচেনা এই শহরে পৌঁছে গেছে সে। ট্রাফিক ওসি প্রতাপ মিশ্র তৎপর হন। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি বিচিত্রবিকাশ রায়ের নজরে এই শিশু উদ্ধারের বিষয়টি নিয়ে আনার পর আইসির অনুমতি নিয়ে বংশীহারী থানার শিবপুরে অভিভাবকদের কাছে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। শিশুর সন্ধান পেয়ে রাতেই কালিয়াগঞ্জ থানায় ছুটে আসেন অভিভাবকরা। নিয়ম মেনে উদ্ধার হওয়া শিশুকে অভিভাবকদের হাতে তুলে দেয়। নাতিকে ফিরে পেয়ে দাদু পুনছু হাজরা ভীষণ খুশি। কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করে পুনছু হাজরা জানান, মঙ্গলবার সকাল ৮টায় সূর্য বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর থেকে হদিস ছিল না। খোঁজখবরের মাঝে এলাকার এক যুবকের মাধ্যমে খবর পাই কালিয়াগঞ্জ থানায় ট্রাফিক পুলিশের কাছে তাঁর নাতি আছে। সে খবর পেয়ে ছুটে আসি এখানে। নাতিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। কীভাবে সে বাসে চাপলো ও কালিয়াগঞ্জে পৌঁছালো সে ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছুই বলতে পারেনি সূর্য।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের খোঁজে কমিশন

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন : বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে স্কুল পরিদর্শন শুরু হল উত্তর দিনাজপুরে। কমিশনের নির্দেশে ১২-১৫ জুন পর্যন্ত এই পরিদর্শনের মাধ্যমে খোঁজ চলবে। ২০১৯-এর ১ জানুয়ারি ১৮ বছর পূর্ণ হতে পারে এমন বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে স্কুল পরিদর্শনপর্ব শুরু হয়েছে সমগ্র বাংলা জুড়ে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধারণদের মতোই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের নাম যাতে সময়মতো ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গত ৫ জুন কমিশনের পক্ষে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এই বিশেষ অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন সমস্ত জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের। সেই নির্দেশ মেনেই অন্যান্য জেলার মতো উত্তর দিনাজপুরের হাইস্কুলগুলিতে চলছে পরিদর্শন। ১৪ জুন প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ জানুয়ারি ২০১৯ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সূচি মেনে নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। এর আগে হবে ভোটার তালিকা সংশোধন ও নতুন নাম তোলার কাজ। এখন চলছে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রাক্‌পর্ব। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বিশেষ উদ্যোগের পেছনে কমিশনের একটাই লক্ষ্য ১০০ শতাংশ প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে যতটা উদ্যোগ থাকে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের ক্ষেত্রে সেই উদ্যোগ অনেকটা কম হয় বলে মনে করছে কমিশন। এই উদ্যোগের ঘাটতি মেটাতে স্কুল পরিদর্শন করে সম্ভাব্য ভোটার এমন বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের তালিকা গড়ে তোলা হবে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তাই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা নিয়ে অতি তৎপরতা। তবে ডিসেম্বরে ভোট হলে নয়া ভোটার তালিকা দিয়ে লোকসভা নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেক্ষেত্রে কি পুরোনো ২০১৮ সালের তালিকা ধরে ভোট হবে, না নয়া ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্ঘণ্ট এগিয়ে নিয়ে আসা হবে, তা নিয়ে জল্পনা জোরালো হচ্ছে প্রশাসনিক মহলে।

—সংবাদ নিউজ সার্ভিস

প্রচণ্ড গরমে মৃত্যু মালদায়

মালদা, ১৩ জুন : সানস্ট্রোকে এক মাঝবয়সি ব্যক্তির মৃত্যু অভিযোগ উঠল মালদা শহরে। বুধবার আদালতের কাজে আসা এক ব্যক্তি দুপুর ২টা নাগাদ হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোর্ট কম্পাউন্ডেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে যান তিনি। নাক ও কান দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তাঁর। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন ওই ব্যক্তিকে মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকেরাও প্রাথমিকভাবে অনুমান করেছেন, ওই ব্যক্তির প্রচণ্ড গরমেই মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম ডোমন সরকার। বাড়ি হবিবপুর ব্লকের কানতুর্কা এলাকায়। *—সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

বালুরঘাট নার্সিংহোম
পরিচালনায় : ডঃ সুরেশ চন্দ্র মণ্ডল
নিম্নলিখিত ডাক্তারবাবুরা প্রত্যহ রোগী দেখছেন
মাইক্রো সার্জারি করা হয়
1. Dr. Suresh Chandra Mondal, DGO, MD (G&O) প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ
2. Dr. Hasan Subid, MS, (General, Surgent), MSC, বিশেষজ্ঞ সার্জেন
3. Dr. Somnath Chatterjee, MS (General, Surgent) বিশেষজ্ঞ সার্জেন, প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহ
4. Dr. Subhashish Sarkar, MS (Surgent), বিশেষজ্ঞ সার্জেন, প্রতিমাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহ
5. Dr. Avijit Bakshi, MS (Surgent), বিশেষজ্ঞ সার্জেন
6. Dr. Niranjan Kar, MD (Medicine), ফিজিসিয়ান
7. Dr. Debabrata Ghosh, ফিজিসিয়ান
8. Dr. Shoujendranath Banerjee, DCH, MD (PGI) নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ
যোগাযোগ- 7001375346, 03522271037